somewhere in... বাঁধ ভাঙার আওয়াজ

মতি ভাইয়ের সৎ মানুষ খোজা কতোখানি আগাইল?

ফরহাদ উদ্দিন স্বপন

২০০৬ সালে, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মেয়াদ শেষের ঠিক পূর্ব মুহুর্তে প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান সৎ মানুষ খোজার এক মহতী অভিযানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ মহতী কাজে তিনি সাথী হিসাবে পাইয়াছিলেন সিপিডির ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, গ্রামীন ব্যাংকের প্রফেসর ড. ইউনুস, ডেইলি স্টারের সম্পাদক ও তার পত্রিকার প্রকাশক জনাব মাহফুজ আনাম, বিশিষ্ট আইনজীবি ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেন সহ আরো অনেক গুনীলোককে। তাহারা দেশের সব বড় শহরে সেমিনার আয়োজন করিয়া সৎ মানুষ বাহির করিয়া কীরূপে তাহাদিগকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করা যাইতে পারে তাহার পন্থা বাতাইতে ছিলেন এবং প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে বংশানুক্রমে অসচেতন এদেশের জনগণকে তাহাদের উদ্ভাবিত এ সমস্ত সৎ মানুষদিগকে ভোট দিবার বিষয়ে সচেতন করিতেছিলেন। দেশের থিংক ট্যাংক বলে খ্যাত এসব মহীরুহদিগের প্রচেষ্টায় দেশ অচিরেই সৎ মানুষে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে এই আশায় আমরা আমাদিগের বুক ভরিয়া দিয়াছিলাম।

তাহাদিগের এই অভিযানের কারণেই সম্ভবত অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে ২০০৭ সালের শুরুতেই জানুয়ারীর এগারো তারিখ রাত্রে এক শুভক্ষণে দেশে মহান বিপ্লব সাধিত হইলো। জনাব মতিউর রহমান ও তাহার সঙ্গী বিশিষ্টজনদের প্রতিক্রিয়ায় সাধারণেরও মনে হইল ইহাই তাহাদের স্বপ্নের সেই সরকার যাহা দেশ হইতে দূর্নীতি দূরীভূত করিয়া দেশকে সৎ মানুষে পরিপূর্ণ করিয়া দিবে। বিভিন্ন সভা, সেমিনারে জনাব রহমান ও তাহার সহযোগীদের বক্তিতার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ইহা প্রতিভাত হইলো যে এই সরকার পরিচালনা তাহাদের বুদ্ধি পরামর্শ অনুসারেই হইতেছে এবং তাহারাই এই সরকারের প্রকৃত থিংক ট্যাংক। সম্ভবতো এই বিষয়টি আরো পরিস্কার ও প্রতিষ্ঠিত করার মানসেই জনাব মতিউর রহমানের দীর্ঘদিনের সহযোগী জনাব মাহফুজ আনাম দেশের সকল সম্পাদকদিগকে নিয়া সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের সহিত সাক্ষাতের মাধ্যমে

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানকে পাশ কাটাইয়া প্রজাতন্ত্রের বেতনভূক্ত কোন কর্মকর্তার কাছে এই ধরণা দেয়ায় অনেক সমালোচনা হইলেও আদতে এটা যে এই বৈঠকের অনুঘটকের সরকারের ঘনিষ্ট হিসাবে জাহির করিবার প্রচেষ্টা তাহা জনগণের অতি ক্ষুদ্র অংশ হইলেও বুঝিয়াছিল।

জনাব রহমান ও তাহার সঙ্গী বিশিষ্টজনেরা ভাবিয়াছিলেন সরকারের মাথায় কাঠাল রাখিয়া তাহা আয়েশের সহিত উদরস্থ করিবেন। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর অতীত ইতিহাস বিবেচনায় তাহা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিলোনা এবং ঘটেওনি। আমাদের সেনাবাহিনী নিজেরাই কাঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতে ওস্তাদ। পাকিস্তান আমল হতে শুরু করিয়া এ অবধি আমাদের সেনাবাহিনী বার বার ইহার প্রমাণ দিয়াছে। মতিউর সাহেবও কিছুদিনের মধ্যেই তাহার পত্রিকায় একটি কার্টুন ছাপানোকে কেন্দ্র করিয়া এ বিষয়ের যথার্থতার প্রমাণ পাইলেন। কার্টুটনটির মাধ্যমে ধর্মের অবমাননা হইয়াছে দাবী করিয়া বরাবরের মতোই মৌলবাদীরা জরুরী অবস্থার মাঝেও মাঠ গরম করিয়া ফেলিল। মতিউর সাহেব প্রথমে ভাবিয়াছিলেন তাহার সাধের এই সরকার হয়তো তাহাকেই সমর্থন করিবে। কিন্তু সামরিক সরকার কখনোই মৌলবাদীদের সহিত সখ্যতাকে গুরুত্বহীন ভাবেনা। অতীতের সব সামরিক সরকারের মতোই এই সরকারও মৌলবাদীদের পক্ষালম্বন করিলেন। শুধু তাহাই নয়, মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করিবার উপায় হিসাবে সরকারের এক প্রভাবশালী উপদেষ্টা মতিউর সাহেবকে এক মৌলবাদী সর্দারের নিকট নিয়া তওবা পড়ানোর ব্যবস্থা করিলেন। সৎ মানুষের সন্ধানকারী, মৌলবাদ ও রাজাকারদের বিরোধীতাকারী তাহার মতো একজন মানুষের দ্বারা রাজাকার ও মৌলবাদীদের মুরব্বীর কাছে তওবা পড়া কিংবা মাফ চাওয়া কতোটা সততার পরিচায়ক তাহার উত্তর একমাত্র তিনিই দিতে পারিবেন। শুধু তাহাই নয়, সরকার ও মৌলবাদীদের রোষানল হইতে বাচিবার তাগিদে তিনি সেই কার্টুনিস্টকে চাকুরীচুত্য করিলেন। অথচ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে পত্রিকার যাবীতয় কর্মকান্ডের জন্য তিনিই দায়ী থাকার কথা। কিন্তু এই দায়িত্ব এড়াইয়া শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষা করিবার মানসে একজন কনিষ্ঠ সহকর্মীকে সমূহ বিপদে নিক্ষেপ করা কতোটা সততার পরিচায়ক তাহার উত্তরও একমাত্র তিনিই দিবার সামর্থ্য রাখেন।

ইহার পর দীর্ঘ দেড় বছরে অনেক কিছুই ঘটিয়া গেছে। তাহার সঙ্গী বিশিষ্টজনেরা সরকারের মনোভাব টের পাইয়া সুবিধমতো তাহার কাছ হইতে সটকিয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের মুরব্বী বলিয়া খ্যাত ড. ইউনুস রাজনীতি করিয়া ক্ষমতার সাধ পাওয়ার চিন্তা বাধ দিয়া দেশ ছাড়িয়াছেন। তাহার আরেক মুরব্বী ড. কামাল হোসেন নিজেকে রক্ষার তাগিদে এখন সরকারের উকালতি করিতেছেন। তাহার সংগঠনের কর্মসচিব বলে খ্যাত ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশের পার্মানেণ্ট মিশনে চাকুরী পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। এখন তাহার পক্ষে আর সৎ মানুষ খুজিবার সময় নাই। ধীরে ধীরে আমাদের মতিউর রহমান সৎ মানুষ খুজিবার অভিযানে একেবারেই একা হইয়া গিয়াছেন।

এই একাকীত্বের কারণেই হয়তো দীর্ঘদিন যাবৎ মতিউর রহমান সাহেবের সৎ মানুষ বিষয়ক কোন উচ্চবাচ্য শুনা যাইতেছে না। সৎ মানুষ খোজার বিষয়ে পত্রিকায় তাহার মন্তব্য কলামও তেমন একটা দেখা যাইতেছিলোনা। তিনি সুস্থ শরীরে কর্মক্ষম আছেন কি না তাহা নিয়াও অনেকের সন্দেহ করিতেছিল। তবে তাহার অবসান ঘটিল যখন গেলো সপ্তাহে তিনি কতিপয় কারণ দর্শানো পূর্বক তাহার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানের রেট বৃদ্ধি করিলেন।

জনাব মতিউর রহমান অতিশয় বিশিষ্ট লোক। তাহাকে সামনা সামনি পাইয়া কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব সেই সৌভাগ্য আমার কোনদিনও হইবে না। তাই এই ব্লগের মাধ্যমে (যদি তিনি পড়েন) অতি বিনয়ের সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, 'শ্রদ্ধেয় মতি ভাই, আপনার সৎ মানুষ খোঁজা কতোখানি আগাইল?কবে আমরা আপনার স্বপ্নের সৎ মানুষে পরিপূর্ণ একটি দেশ পাইবো?'

প্রবাসী
ডটকম
আমরা আপনার কথা বলি
www.probasi.com